সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন -- আপনার কবিতা বিষয়ক সাক্ষাৎকার দিয়েই এই পত্রিকার জন্মসংখ্যা সূচিত হয়েছিল। এর মধ্যে অনেক জল গড়িয়ে গেছে পদ্মা আর গঙ্গার মাঝখান দিয়ে। আপনার জীবনেও ঘটে গেছে অনেক ওলোট পালোট। মৌলবাদীদের অন্যায় দাবিতে আপনার প্রিয় শহর কলকাতা ছাড়তে হয়েছে আপনাকে। কবি সমাজের কাছে, সারস্বত সমাজের কাছে, এ এক চরম লজ্জা। এরকম একটা সময়ে প্রায় তিন বছর বাদে কবিতা নিয়ে আপনার মুখোমুখি হচ্ছি। ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো না, তবু একটা কথা জিজ্ঞেস করতেই হচ্ছে, --কেমন আছেন?

উত্তর --. কেমন আর আছি! কেমন আর থাকতে পারি। উদ্বাস্তু জীবন। পৃথিবীর পথে পথে অনাথের মতো ঘুরছি। আশ্রয় নেই। ঘর নেই। কিছু জঙ্গী মৌলবাদী আমাকে পছন্দ করে না বলে গোটা বাংলা থেকে আমি বিতাড়িত। বাংলার পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কোনও কোণেই আমার ঠাঁই নেই। পৃথিবীর কোনও কবি বা লেখকের জীবনে এমন ঘটেনি। আমি এই ভারতীয় উপমহাদেশের লেখক, আমার অধিকার নেই উপমহাদেশের কোনও দেশে স্বাধীনভাবে বাস করা বা বিচরণ করা। যা লিখি মানবতার পক্ষে লিখি, সমতা আর সাম্যের পক্ষে লিখি -- আমার এই একটিই অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তি আর কতকাল আমাকে পেতে হবে আমার জানা নেই।

প্রশ্ন -- কবিতা লিখছেন? লিখতে পারছেন?

উত্তর -- . চেষ্টা করছি। পারছি না। আবারও চেষ্টা করছি। আমাকে তো উঠে দাঁড়াতেই হবে। বারবার আমার স্বপ্ন চূর্ণ হয়েছে, বারবারই আমি আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখেছি। কবিতাই তো আমার ভেঙে পড়া জীবনে ক্রাচের মতো। কবিতার ডালপালায় ভর করে আবার উঠে দাঁড়াই। মানুষ আমাকে ছিন্নভিন্ন করে দলামোচা করে যতবার ছুড়ে দেয়, হৃদয়ের রক্তে ভেজা শব্দ আমার ক্ষত সারিয়ে দেয়, আমাকে শক্তি দেয়, ভাষা দেয়, জীবন দেয়।

প্রশ্ন -- আপনি যখন সেফ হাউজে প্রায় বন্দি অবস্থায় ছিলেন, তখন একটি বাংলা দৈনিকে প্রায় প্রতিদিনই আমরা আপনার কবিতা পড়তাম। কবিতার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে থাকতো বাংলার প্রতি আপনার আর্তি আবেগ আর ভালোবাসার কথা। এই কবিতাগুলো নিয়ে বন্দিনী নামে একটি বইও বেরিয়েছে আপনার। নিজের রক্তাক্ত হৃদয়কে ব্যক্ত করার মাধ্যম হিসেবে আপনি বেছে নিয়েছিলেন কবিতাকে। কিন্তু কবিতার কি এতটা কম্যুনিকেট হওয়ার শক্তি আছে? আপনি কি সত্যি মনে করেন, কবিতা লিখে এমনকী রাষ্ট্রশক্তিরও হৃদয় গলিয়ে দেওয়া যায়?

উত্তর -- ওই সময়ের লেখা কবিতাগুলো পড়ে অনেকে আমাকে বলেছেন, ওসব নাকি তাঁদের অসম্ভব স্পর্শ করেছে। যাঁরা কোনওদিন কবিতা পড়েননি, তারাও পড়েছেন। আমার একাকীত্ব, আমার যন্ত্রণা, আমার অসহায়তা সম্পূর্ণই অনুভব করেছেন। অনেকে কেঁদেছেন। কবিতা লিখে মানুষকে কাঁদানো যায়, কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির হৃদয় গলিয়ে দেওয়া যায় বলে আমি মনে করি না। যদি যেতো, বন্দিনী লেখার পর আমার কলকাতায় ফেরা সম্ভব হতো।

প্রশ্ন-- শেষ পর্যন্ত কবিতার ক্ষমতা কতটুকু বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর -- কবিতার ক্ষমতা অনেক। কবিতা মানুষের চেতনার ঘরে ঘন্টাধ্বনি বাজাতে পারে, মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে পারে, এমনকী স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা দিতে পারে। কবিতা, সে যদি সত্যের পক্ষে হয়, অসৎ আর অসাধুদের নিমেষে কেঁচো করে দিতে পারে। কবিতা লিখে জেলে যান কবিরা, নির্বাসনদণ্ড ভোগ করেন। কবিতা গোটা জাতিকেই বদলে দিতে পারে। কিন্তু কবিতা কেবল লিখলেই তো হয় না, কবিতার শব্দগুলোর সঙ্গে যদি সততা জড়িয়ে না থাকে, সচেতন যে কোনও পাঠকই কবিদের ভণ্ডামি খুব সহজেই ধরে ফেলতে পারেন। আজকাল এমন হয়েছে, অনেক কবিই কবিতা লেখার কৌশল আবিষ্কার করে কবিতায় সুন্দরের কথা লেখেন, সাম্যের কথা লেখেন, বাস্তবে সাম্য বা সুন্দরের বিন্দুমাত্র তাঁরা চানও না, নিজের জীবনে সে চর্চাও তাঁরা করেন না। আজকাল বলার জন্য বলা, লেখার জন্য লেখাই দেদার চলছে।

প্রশ্ন -- আপনি এক জায়গায় বলেছেন, প্রেমে থাকলে, ভালোবাসায় থাকলে কবিতা বেশি লেখা হয়। তো, আপনি দুঃখে থেকে, যন্ত্রণায় বিক্ষত থেকেও অত কবিতা লিখে ফেললেন কী করে? নাকি আপনি মনে করেন, ওই কবিতাগুলো প্রেমের কবিতা। কলকাতার প্রতি প্রেম?

উত্তর -- কলকাতার প্রতি প্রেম আমাকে প্রচুর কবিতা লিখিয়েছে। পুরুষের প্রেমের চেয়ে এই প্রেমের গভীরতা অনেক বেশি। অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে থাকে নিজের ভাষা এবং সংস্কৃতি। নিজেকে ভালোবাসি বলেই কলকাতাকে ভালোবাসি। জীবনে প্রেম যত দিয়েছি, তত প্রত্যাখ্যাত হয়েছি। বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলে দেয় == এই বাক্য বলে নিজেকে আমি সান্ত্বনা দিই না। এখনও আমি কলকাতায় ফেরার স্বপ্ন দেখি। এখনও আমি কলকাতার অতি সাধারণ জনমানুষের একজন হতে চাই।

প্রশ্ন -- যে কোনও কারণেই হোক, পশ্চিমবঙ্গের কবি সমাজ আপনার সমর্থনে বা আপনার ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের পক্ষে যেভাবে সোচ্চার হওয়ার দরকার ছিল, ততটা হননি। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। সেজন্য কি কোনও অভিমান জমা আছে আপনার?

উত্তর -- . বাংলাদেশেও প্রায় একই রকম ঘটেছিল। দুঃসময়ে খুব কম মানুষই পাশে থাকে। আমাকে আমার নিজের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হল। আজ চৌদ্দ বছর ধরে আমি নির্বাসন জীবন যাপন করছি। আমাকে আমারই দেশে ফিরতে দেওয়া হয় না আর। কবিরা তো ওখানে মুখ বুজে আছেন। পশ্চিমবঙ্গের অনেক বড় বড় কবিই দূরে দাঁড়িয়ে আমার ওপর ঘটে যাওয়া নির্যাতন দেখেছেন। আমার নির্মম বিতাড়ন দেখেছেন। দুঃখ পেতে পেতে, কষ্ট পেতে পেতে, নিষ্ঠুরতা দেখতে দেখতে আমি বোধহয় অভ্যস্ত হয়ে গেছি। হারাতে হারাতে আমি বোধহয় হারিয়েছি হারাবার সব বেদনাকে। তারপরও মানুষ তো, অভিমান হয়, তারপরও কণ্ঠ বুজে আসে কষ্টে। আমরা কবিরা যদি ঘৃণ্য রাজনীতির শিকার হই, আমাদের ওপর যখন অন্যায় অত্যাচার ঘটে, তখন সতীর্থ কবিদের কাছ থেকে আশা করি অনেক। তাঁরা হয়তো সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন না, কিন্তু পাশে আছেন এই সান্ত্বনা তো জোটে।
অন্য কোনও লেখক বা কবির যদি দুঃসময় আসে, সে কবি আমার সমর্থক হোক কী বিরোধী হোক, তার পাশে আমি দাঁড়াবোই, আমি তার কথা বলার স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলবোই। তার অধিকারের পক্ষে আমি সরব হবোই। আমার এই সততা এবং সাহসকে, আমার নীতি আর আদর্শকে আমি কোনও কিছুর জন্য বিসর্জন দিই না।

প্রশ্ন -- পশ্চিমবাংলার প্রায়-বিখ্যাত এক কবি যখন মৌলবাদী মুসলিম সংগঠনের এক নেতার সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে আপনাকে কলকাতায় ফিরতে না দেবার দাবি জানান, তখন আপনার কেমন লাগে?

উত্তর -- আপনি কার কথা বলছেন? সুবোধ সরকারের কথা? হ্যাঁ, তিনি তো মুসলিম মৌলবাদীদের জন্য বিরাট এক আশীর্বাদ। আমার খুব দুঃখ হয়, ভারতে সেকুলারিজমের অর্থ দাঁড়িয়েছে, হিন্দুত্ববিরোধ এবং মুসলিম-মৌলবাদ-সমর্থন (অ্যান্টি হিন্দুইজম অ্যান্ড প্রো মুসলিম ফান্ডামেন্টালিজম)। সুবোধ যে নির্বোধের মতো এসব করছে, তা আমার বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়ই কোনও স্বার্থ আছে তার। ইসলাম নিয়ে আমি সমালোচনা করেছি বলে সুবোধের এত রাগ কেন? ইসলামকে যদি তার এত ভালো এবং চমৎকার একটি ধর্ম বলেই মনে হয়, তবে কেন তিনি এখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পরহেজগার মুসলমান হয়ে যাচ্ছেন না বুঝি না। আমার অবাক লাগে, মানুষ এইসব স্বার্থান্ধদের হিপোক্রেসিগুলোকে কেন দিনের পর দিন অ্যালাও করে।

প্রশ্ন -- এটাও তো একজন মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা। কেউ যদি তার মত এভাবেই বলতে চান, তবে তাকে কি বন্ধ করে দিতে হবে?

উত্তর -- বন্ধ করার কথা তো বলছি না। নিন্দুকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে নিন্দা করার। দুর্মুখের একশ ভাগ স্বাধীনতা থাকা উচিত গালমন্দ করার। কিন্তু অসৎকে অসৎ জেনেও আঙুল তুলে অসৎ বলে চিহ্নিত করার সৎসাহস যদি সমাজের কারও না থাকে, তবে বিপদ খুব। যে সমাজে দেশের আইন অমান্য করে ফতোয়াবাজরা প্রকাশ্য জনসভায় কারও মাথার মূল্য ঘোষণা করে পার পেয়ে যায়, সে সমাজে কুৎসারটনাকারীরা, মিথ্যুকেরা তো পার পাবেই, এ আর এমন কী! তবে সমালোচনা থেকে তারা যে কী অবিশ্বাস্য ভাবে বেঁচে যায়, তা দেখে আমি স্তম্ভিত হই। এ আমার জন্য ততটা নয়, যতটা সমাজের জন্য মন্দ, যতটা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর।

প্রশ্ন -- কোনও কবির আদর্শের সঙ্গে আপনার আদর্শ যদি না মেলে, অথচ তিনি যদি কবি হিসেবে উঁচু মাপের হন, তবে তাঁকে কি আপনি বড় কবি হিসেবে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারবেন?

উত্তর -- নিশ্চয়ই। মেনে নিতে না পারার কোনও কারণ নেই। আমার মত আমি জানি যে অধিকাংশ মানুষের মত থেকে ভিন্ন। কিন্তু মানুষের দক্ষতাকে অস্বীকার কেন করবো কেন! উঁচু মাপের কবিকে যদি আমার উঁচু মাপের মনে হয়, নিশ্চয়ই আমি তাঁকে বড় কবি হিসেবে নির্দ্বিধায় মেনে নেবো এবং শ্রদ্ধা করবো।

প্রশ্ন -- ধরা যাক কোনও কবি ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজে যুক্ত। মানববোমা হতে চায় সে। সে আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করে পৃথিবীর ক্রমমুক্তি এভাবেই ঘটবে। তো, এই আগামি দিনের মানববোমা যখন তীব্র আবেগে ভালো কবিতা লিখবে, তখন তাকে আপনি কীভাবে নেবেন?

উত্তর -- তার আবেগের সঙ্গে আমার আবেগের কোনও মিল নেই। এই সমাজের ভুল শিক্ষা তাকে মানববোমা হওয়ার মতো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। আমি এ ক্ষেত্রে সেই কবির দোষ না দিয়ে ভুল শিক্ষা পদ্ধতির দোষ দেব। আমি কোনও তালিবানকে দোষ দিই না। পাঁচ ছ বছরের ছেলেদের যদি মসজিদে পাঠিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে শুধু ধর্মের নির্মমতা মস্তিস্কে পরিকল্পিত ভাবে প্রবেশ করিয়ে মানবজাতির অকল্যাণ করার উদ্দেশে তালিবান বানানো হয়, তবে তালিবান হতে যারা বাধ্য হয়, তাদের কী দোষ? দোষ, যারা মানুষকে তালিবান বানায় তাদের, দোষ দিই সমাজকে নষ্ট করার জন্য যারা নীলনকশা আঁকে, তাদের। সত্যিকার আবেগ থেকে যে কবি কবিতা লেখে, সে আবেগের সঙ্গে আমার আবেগের যোজন দূরত্ব থাকলেও সৎ আবেগ থেকে লেখা

কবিতাকে বরং আমি ভালো বলবো। কিন্তু সেই কবিতাকে মানতে আমার অসুবিধে হয়, যে কবিতা হৃদয় থেকে লেখা নয়, সত্যিকার বিশ্বাস থেকে লেখা নয়। নারী পুরুষের সমানাধিকারের কথা কবিতায় অনেক পুরুষ-কবিই লেখে, বাস্তবে তারা নারীকে যৌনবস্তু ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। সমানাধিকারের এক কণাও তারা আসলে বিশ্বাস করে না। সেই কবিতা যত উঁচু মাপের কবিতাই হোক না কেন, পড়তে আমার ঘেন্না করে।

প্রশ্ন -- সারা পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য কবি, যাদের বেশির ভাগই অখ্যাত, আপনাকে নিয়ে কবিতা লিখেছে। আপনার প্রতি তাদের ভালোবাসা এবং এই শহর ছেড়ে আপনি চলে যেতে বাধ্য হওয়ায় তার দুঃখ প্রকাশ করেছে ছোট ছোট সব পত্রিকায়। এইসব কবিতার কবিতা আপনি হয়তো কোনওদিন পড়তেও পারবেন না। তবু এদের সম্পর্কে আপনার কী অভিমত?

উত্তর -- যখন মৌলবাদীদের অন্ধত্বের শিকার আমি, রাজনীতির দূরদৃষ্টিহীনতার শিকার আমি, যখন নিষিদ্ধ আমি, যখন প্রিয় বাংলার বুকে আমি হঠাৎ কালো তালিকা ভুক্ত হয়ে উঠি, যখন আমাকে উচ্চারণ করতে ভয় পায় বড় বড় কবিরা, যখন ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখে, নিন্দে করে, একঘরে করে, দেশছাড়া হতে দেখলেও ভ্রুক্ষেপ করে না, তখন ছোট ছোট পত্রিকায় ছোট ছোট নাম না জানা কবিরা আমার জন্য কবিতা লিখছেন শুনলে চোখে জল চলে আসে। নিঃসঙ্গ নির্জন কাঁধে কেউ ভালোবেসে হাত রাখলে যেমন হৃদয় ভেঙে কান্না আসে তেমন আসে। এঁরাই আমাকে শক্তি যোগান, এঁরাই কন্টকাকীর্ণ দুর্গম পথে আমার পথ চলার প্রেরণা। এঁরাই দেশহারা মানুষটির দেশ। সাধারণ মানুষের যে ভালোবাসা, যে শ্রদ্ধা বা স্নেহ আমি পেয়েছি, তার মূল্য আমার কাছে অনেক।
যাঁরা নিজেদের কী ক্ষতি হবে, কী নিন্দে হবে তার তোয়াককা না করে আমাকে সমর্থন করছেন তাঁরাই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। তাঁদের আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে সমস্ত ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

প্রশ্ন -- আপনি মুসলিম বিরোধী, এমন একটা তকমা লাগানোর চেষ্টা হয়েছিল আপনার সম্পর্কে। কিন্তু কথাটা আদৌ সত্য নয়। গুজরাত দাঙ্গার পর আপনিও সমানভাবে ব্যথিত ছিলেন নির্বিচার মুসলিম নিধনে। আপনি শুধু হিন্দু মৌলবাদীদের বিপক্ষে মর্মস্পর্শী কবিতাই লেখেননি, শুনেছি আপনি নাকি ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদের সাহায্যের জন্য অর্থ সাহায্য করেছিলেন। কবি শঙ্খ ঘোষের হাতে আপনি দিয়েছিলেন দশ হাজার টাকা। এটা কি সত্যি? অনেকেই কিন্তু এ ঘটনার কথা জানে না।

উত্তর -- আমি নিজে একজন ধর্মমুক্ত মানববাদী মানুষ। যে কোনও মৌলবাদ, কুপমন্ডুকতা, কুসংস্কার, অবিজ্ঞান, অসত্য, অন্যায়, অবিচার, বৈষম্য, বিবাদ ইত্যাদি চোখের সামনে ঘটতে দেখলে মুখ বুজে বসে থাকতে আমি পারি না। আমি মানুষকে মানুষ হিসেবে মূল্য দিই, ধর্ম বা লিঙ্গের ভিত্তিতে মানুষকে আমি পৃথক করি না। হিন্দু অত্যাচারিত হলে তার পাশে যেমন দাঁড়াই, একইরকম দাঁড়াই অত্যাচরিত মুসলমানের পাশে। হ্যাঁ গুজরাত দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য দশ হাজার টাকা কবি শঙ্খ ঘোষের বাড়িতে গিয়ে তাঁর হাতে নিজে দিয়ে এসেছিলাম। তখন শঙ্খ ঘোষ গুজরাতের অত্যাচারিতদের জন্য টাকা যোগাড় করছিলেন। আমাকে মুসলিম বিরোধী বলা মৌলবাদীদের এক ঘৃণ্য রাজনীতি। এসব মিথ্যে অপবাদ দিয়ে নিরীহ একজন লেখককে খুব সহজেই আক্রমণ করা যায়, আর সে লেখক যদি নারী হয়, তবে তো আর কথাই নেই। নারীকে পিষে মারতে ধর্মান্ধ, মৌলবাদী, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সকলেই তো সিদ্ধহস্ত।
যখন সারা দেশে আমাকে মুসলিম বিরোধী হিসেবে নিন্দে করা হচ্ছিল, তখন ভেবেছিলাম শঙ্খ ঘোষ উঠে দাঁড়িয়ে সত্য কথাটা সবাইকে জানিয়ে দেবেন। মুসলিম বিরোধী হলে আমি গুজরাতের মুসলিমদের জন্য অর্থ সাহায্য করতাম না। এ কথাটা আর কেউ না জানলেও শঙ্খ ঘোষ তো জানতেন। মুসলিম বিরোধী অপরাধে আমাকে শারীরিক আক্রমণ করা হল, শত শত দাঙ্গাবাজ নামলো কলকাতার রাস্তায়, আমার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হল, প্রথমে কলকাতায় এবং পরে দিল্লিতে আমাকে ঘরবন্দি করা হল, কলকাতা থেকে আক্ষরিক অর্থে আমাকে তাড়ানো হল, দেশ থেকেও

বের করে দেওয়ার সব রকম ব্যবস্থা হল -- তারপরও সত্য প্রকাশ করা হল না। কেন হল না, তা আজও আমার বোধগম্য নয়।
আমি শঙ্খ ঘোষের কাছে কোনওদিন জানতে চাইনি, কেন তিনি জানান নি। কোনওদিন জানতে হয়তো চাইবোও না। তাঁর ইচ্ছে হয়নি বলে তিনি জানাননি। না জানানোর স্বাধীনতা তাঁর নিশ্চয়ই আছে। এতে কিন্তু শঙ্খ ঘোষের প্রতি আমার কোনও ক্ষোভ নেই। তাঁর কবিতার আমি অনুরাগী পাঠক, আগেও যেমন ছিলাম, এখনও তেমন।

প্রশ্ন -- যদি শঙ্খবাবু এটা প্রচার করতেন, তবে আপনার কি মনে হয় মৌলবাদীরা তাঁর কথা শুনে নরম হয়ে যেতেন?

উত্তর -- মৌলবাদীদের আদর্শে নরম হওয়া বলে কিছু নেই। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার হয়েছে, সাধারণ মানুষ যেভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে অপপ্রচারে, সেই মানুষের ভুল অন্তত ভাঙতো। সত্য কথা বললে কী লাভ হবে বা না হবে তার অংক আমি কষছি না। কিন্তু সত্য উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তার ওপর আমি জোর দিচ্ছি। আমি অর্থ সাহায্য করেছি, এ আমি ঢোল পিটিয়ে কোনওদিন বলতে চাইনি। কিন্তু আমাকে যখন কাঠগড়ায় সত্যি একদিন তোলা হল, এবং মুসলিম বিরোধী বলে আখ্যা দেওয়া হল, তখন সত্য উচ্চারণ করে আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করা তো উচিত ছিল। এসব সত্য কথন নির্ভুল ইতিহাস রচনার জন্য জরুরি। সত্য লুকিয়ে রাখা এবং মিথ্যে কথা বলার মধ্যে মাঝে মাঝে কোনও পার্থক্য থাকে না। দুটো একই রকম ক্ষতিকর।

প্রশ্ন --সম্প্রতি প্রকাশিত কৃত্তিবাস পত্রিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা আপনার একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। সেই সময়ের চিঠি যখন আপনি আপনার জন্মভূমি বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হননি। যেখানে আপনি লিখেছেন, সুনীলদার কাছ থেকে আপনি উপন্যাস লেখা শিখতে চান। সুনীলদা তো একজন কবিও। তা, ওঁর কাছে কবিতা লেখা শিখতে না চেয়ে উপন্যাস লেখা শিখতে চাইলেন কেন?

উত্তর -- সুনীলদা তো শুধু কবি নন, ভালো ঔপন্যাসিকও। আর আমি যখন লিখেছিলাম চিঠি, এক যুগেরও বেশি আগে, তখন নিশ্চয়ই উপন্যাস লিখতে আমার অপটুতা আমি নিজেই আবিস্কার করছিলাম। কবিতা লেখা শিখতে চাওয়ার আমার কোনও প্রয়োজন ছিল না, ততদিনে আমার বেশ কয়েকটি কবিতার বইও বেরিয়ে গেছে, এবং পাঠক আমার কবিতা পড়ে বিস্তর প্রশংসাও করছেন। তবে উপন্যাস লেখার কায়দা কানুন বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তা জানতে চেয়েছিলাম। অবশ্য উপন্যাস আমার কারও কাছ থেকেই শেষ পর্যন্ত শেখা হয়নি। নিজের মতো করে নিজে যেমন পারি, তেমনই লিখেছি। লজ্জা ছিল আমার তথ্যভিত্তিক উপন্যাস। নিন্দে প্রশংসা দুইই ভূরি ভূরি জুটেছে লজ্জার কারণে। কিন্তু অন্য উপন্যাসগুলো, অপরপক্ষ, শোধ, নিমন্ত্রণ, ফেরা, ফরাসি প্রেমিক ইত্যাদিও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তবে এ কথা ঠিক, উপন্যাস আমি কম লিখি। নিবন্ধ, প্রবন্ধ এবং কবিতাতেই আমি সাচ্ছন্দ্য বেশি বোধ করি।

প্রশ্ন -- প্রসঙ্গত জিজ্ঞেস করি, কবিতা লেখা কি আদৌ শেখানো যায়, কবিতা প্রতিমাসে আয়োজিত এক কবিতা ওয়ার্কশপে জয় গোস্বামী সম্প্রতি বলেছেন, কবিতা লেখা শেখানো না গেলেও নতুন কবির খানিকটা আত্মবিশ্বাস তৈরি করে দেওয়া যায়। আপনি কী বলেন?

উত্তর -- সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। এ কথা বলে অনেকে স্বস্তি পান। আমার কিন্তু মনে হয় সকলেই কবি। কেউ কেউ তা প্রকাশ করেন, বেশির ভাগই করেন না। ইচ্ছে করলেই যে কেউ কবিতা লিখতে পারেন খুব সহজেই। মানুষের এক একটি জীবনই তো এক একটি কবিতা। এই বিশ্ব

ব্রহ্মাণ্ড, কোটি কোটি এর নক্ষত্র, গ্রহ, কোটি কোটি ছায়াপথ, চাঁদ সুরুয, এই যে এদের একের সঙ্গে আরেকের আকর্ষণ, এই যে এককে ঘিরে আরেকের সুবিন্যস্ত প্রদক্ষিণ, এই যে মহাবিশ্বের আশ্চর্য সুন্দর ছন্দ -- এর চেয়ে বড় কবিতা আর কি কিছু হয়? প্রকৃতিই প্রকৃত কাব্য, আর প্রকৃতিরই সন্তান মানুষের দুঃখ সুখ, আনন্দ বেদনা, আশা হতাশা, নিষ্ঠুরতা উদারতা, পলকের ভঙ্গুর ঠুনকো জীবন-- সবই যদি কবিতা না হয়, কবিতা তবে কী, কবিতা কোন দেশে থাকে! মানুষ মাত্রই কবি, নীরবে নিভৃতে কবি।

প্রশ্ন -- কৃত্তিবাসে আপনার চিঠি ছাপনো প্রসঙ্গে আরও একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছে করছে সুনীলদা একবার আপনার দ্বিখণ্ডিত বইটি সম্পর্কে বলেছিলেন, দুজন মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা যদি একজন অন্যের অনুমতি না নিয়ে প্রকাশ করে দেয়, তাহলে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ আসতে পারে। একটি চিঠিও তো খুব ব্যক্তিগত বিষয়। সুনীলদা কি আপনার অনুমতি নিয়ে চিঠিটি ছাপিয়েছেন?

উত্তর -- না তো। আমি তো জানিইনা কোন চিঠি। চিঠি যদি সুনীলদাকে লিখে থাকি, সে নিশ্চয়ই পনেরো ষোলো বছর আগে। এত পুরোনো চিঠি সুনীলদা রেখে দিয়েছেন? আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে কারও অনুমতি নিয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা লিখতে হবে, এ আমি মনে করি না। সব সম্পর্কই তো ব্যক্তিগত। আত্মীয়, বন্ধু, স্বজন, সতীর্থ, প্রেমিক প্রেমিকা সবার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কই ব্যক্তির থাকে। সুনীলদা আমার অনুমতি না নিয়ে তাঁকে লেখা আমার পুরোনো চিঠি কোথাও ছাপিয়েছেন বলে আমি আপত্তি করছি না। কিন্তু বিস্মিত তো অবশ্যই হয়েছি, কারণ ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা অনুমতি না নিয়ে ছাপানোয় সুনীলদা তো বিশ্বাসভঙ্গ করা হয় বলে মনে করেন। দ্বিখণ্ডিত লেখার কারণে আমাকে তো কম ছি ছি করা হয়নি। এমনকী ২৫ জন বাংলার বিখ্যাত লেখক বুদ্ধিজীবী মিলে এক নির্যাতিত লেখকের সৎ এবং অকপট আত্মজীবনী পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। বিস্মিতই শুধু নয়, কাণ্ডকারখানা দেখে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়।

প্রশ্ন -- নারীবাদী কবি, মহিলা কবি, এইসব বলে আলাদা করে কি কিছু হয়? নাকি ভালো কবি অথবা খারাপ কবি?

উত্তর -- হলে সবকিছুতেই কিছু হয়। না হলে কিছুতেই কিছু হয় না। ভালো কবি খারাপ কবি বিচারের দায়িত্বটা কার? কোনও কবিতা বিশেষজ্ঞের হাতে সে দায়িত্ব আমি কখনও দিই না। কবিতা যাঁরা পড়তে ভালোবাসেন, তাঁরাই সেই দায়িত্ব সবচেয়ে ভালো পালন করতে পারেন। কে কাকে কী নামে ডাকবে, তা যে ডাকে তার রুচি বা সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। তবে নারীর অধিকার বিষয়ে কবিতা লিখলে যদি নারীবাদী কবি হিসেবে ডাকা হয়, তবে তো পুরুষের অধিকার ফলিয়ে যারা অনবরত লিখছেন, তাদের পুরুষবাদী কবি হিসেবে ডাকা উচিত। আসলে পুরুষবাদে মানুষ এত অভ্যস্ত যে ওটা আলাদা করে উল্লেখের দরকার পড়ে না। আমি তো সবচেয়ে বেশি লিখেছি প্রেমের কবিতা, প্রেম মূলত পুরুষের জন্য। আমাকে কিন্তু প্রেমের কবি বা পুরুষপ্রেমী কবি হিসেবে মোটেও চিহ্নিত করা হয় না। এটিও পাঠকের সিদ্ধান্ত।

প্রশ্ন -- আপনি বাংলা ভাষার কবি। জানতে ইচ্ছে করে, বাংলা ছাড়া আর কোন কোন ভাষায় আপনার কবিতা অনুদিত হয়েছে।

উত্তর -- বাংলা ছাড়া আরও কিছু ভাষায় আমার কবিতা অনুদিত হয়েছে। হিন্দি, অসমীয়া, মালায়ালাম, মারাঠী, আর ওদিকে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, সুইডিশ, এসপেরান্টো ইত্যাদি।